সংবাদ

তারিখ ... ২/৫/৮৩ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

026

দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা বিনামূল্যের পোশাক এখনও পায়নি

॥ এ, এম, এম হাসান ॥

প্রাথমিক স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা এখন পর্যন্ত বিনামূল্যের সরকারী পোশাক পায়নি। বিনামূল্যের বই বিতরণ কর্মসূচীর মতই প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর, পোশাক বিতরণ কর্মসূচী নিয়ে বিপাকে পড়েছে বলে জানা গেছে।

বিনামূল্যের পোশাক বিতরণ কর্মসূচী শুরু হয় ১৯৮১ সালে। ঐ বছর শুধুমাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রীদের মধ্যে ২ সেট করে পোশাক বিতরণ করার জন্য ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। উক্ত টাকা থানা পর্যায়ে বিতরণ করা হয়। স্থানীয়ভাবে একটি কমিটি গঠন করে থানা শিক্ষা অফিসারের তত্ত্বাবধানে ছাত্রীদের মধ্যে পোশাক বিতরণ করা হয়েছিল। এই সুযোগে দুর্নীতি হয়েছে যথেচ্ছভাবে। অনেক ক্ষেত্রেই পোশাকের জন্য বরাদ্দকৃত টাকা আত্মসাৎ হয়ে গেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা জানান যে, উক্ত ৪ কোটি টাকার মধ্যে প্রায় ২ কোটি টাকাই পোশাক বিতরণ কর্মসূচীতে ব্যবহৃত হয়নি। টাকা আত্মসাৎ করায় এখন পর্যন্ত অনেকের বিরুদ্ধে মামলা চলছে বলে তিনি জানান।

এ অবস্থায় সরকার দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রীদের মধ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে পোশাক বিতরণের কর্মসূচী নেন। বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন (বি,টি,এম,সি) থেকে কাপড় কিনে প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তরের মাধ্যমে পোশাক তৈরী করে তা বিতরণের সিদ্ধান্ত নেয়া

(শেষ পৃ: ৪-এর ক: দ্র:)

পোশাক এখনও পায়নি

(১ম পাতার পর)

হয়। কিন্তু সময়মত উদ্যোগ না নেয়ায় গত বছর দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রীদের মধ্যে পোশাক বিতরণ করা সম্ভব হয়নি। গত বছর দ্বিতীয় শ্রেণীর সাড়ে ৪ লাখ ছাত্রীর জন্য মোট ৯ লাখ সেট পোশাক তৈরী করা হয়েছিল। গত জুন থেকে বিভিন্ন সময়ে এসব পোশাক ৭১টি মহকুমায় পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু ছাত্রীর সংখ্যা এর চেয়ে বেশী হওয়ায় এবং বছর শেষ হয়ে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত এসব পোশাক গত বছর বিতরণ করা হয়নি।

পরবর্তীকালে সরকার দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের সকলকেই চলতি বছর থেকে ২ সেট করে পোশাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে মোট ১২ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর জন্য পোশাক তৈরীর উদ্যোগ নেয়া হয়। এর মধ্যে সাড়ে ৫ লাখ ছাত্রী এবং সাড়ে ৬ লাখ ছাত্র ধরা হয়েছে। গত বছরের বরাদ্দসহ এই কর্মসূচীর জন্য মোট ১২ কোটি ৪২ লাখ টাকার বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। গত বছরে ছাত্রীদের জন্য তৈরী ৯ লাখ সেটের সাথে আরও ২ লাখ সেট পোশাক তৈরী করা হয়েছে। গত মাসের মধ্যে ছাত্রীদের মোট ১১ লাখ সেট পোশাক ৭১টি মহকুমায় পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে। কিন্তু বিতরণ পদ্ধতি নির্ধারণ না করায় এখন পর্যন্ত ছাত্রীদের পোশাক দেয়া সম্ভব হয়নি।

অন্যদিকে ছাত্রদের পোশাক তৈরীর কাজ এখনও শেষ হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে যে, বি টি এম সি সময়মত কাপড় সরবরাহ করতে ব্যর্থ হওয়ায় পোশাক তৈরীতে বিলম্ব হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ছাত্রদের ১৩ লাখ সেটের মধ্যে মাত্র শতকরা ১০ ভাগ পোশাক তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী গত মার্চের মাঝামাঝির মধ্যে বিটিএমসি'র সব কাপড় সরবরাহ করার কথা ছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত বিটিএমসি ১৭ লাখ ৮১ হাজার গজ শার্টের কাপড়ের মধ্যে মাত্র ৬ লাখ ৯১ হাজার গজ এবং ৯ লাখ ৭৫ হাজার গজ প্যান্টের কাপড়ের মধ্যে ৬ লাখ ২৬ হাজার গজ কাপড় সরবরাহ করেছে।

বি টি এম সি'র বক্তব্য

এ সম্পর্কে বি টি এম সি'র একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান যে, কাপড় তৈরী হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের হাতে প্রয়োজনীয় রং না থাকাতে সময়মত কাপড় সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। দেশে একই ধরনের এত রং ছিল না। তাই বিদেশ থেকে রং আমদানী করতে হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমানে সংকট কেটে গেছে। এখন প্রতিদিন বিটিএমসি'র তিনটি মিলে ৩৫ হাজার গজ কাপড় রং করা হচ্ছে।

বিতরণ সমস্যা

শেষ পর্যন্ত পোশাক তৈরীর কাজ শেষ হলেও প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর এই পোশাক বিতরণ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়বে বলে সংশ্লিষ্ট মহল আশংকা প্রকাশ করছেন। চলতি বছর বিনামূল্যের পাঠ্যবই বিতরণ কর্মসূচীর অধীনে দ্বিতীয় শ্রেণীর সাড়ে ১৫ লাখ ছাত্র-ছাত্রীকে বই সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু পোশাক বিতরণ কর্মসূচীর অধীনে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে ১২ লাখ। অর্থাৎ বইয়ের হিসাব যদি ঠিক হয় তাহলে সাড়ে ৩ লাখ ছাত্র-ছাত্রী সরকারী পোশাক থেকে বঞ্চিত হবে।

বিতরণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তরের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বলেন যে, এবছর শুধুমাত্র সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পোশাক বিতরণ করা হবে। কিন্তু তাতেও প্রায় সোয়া ২ লাখ ছাত্র-ছাত্রী সরকারী পোশাক থেকে বঞ্চিত হবে। এ সম্পর্কে উক্ত কর্মকর্তা বলেন, যেসব ছাত্র-ছাত্রীর ক্লাশে শতকরা ৬০ ভাগ উপস্থিতি রয়েছে শুধুমাত্র তাদেরকেই পোশাক দেয়া হবে।

উক্ত কর্মকর্তা জানান যে, এই নিয়মের ভিত্তিতে আগামী সপ্তাহ থেকেই ছাত্রীদের মধ্যে পোশাক বিতরণ করা হবে। আর ছাত্রদের ক্ষেত্রে পোশাক তৈরীর সাথে সাথেই মহকুমা-পর্যায়ে পাঠানো হবে এবং পর্যায়ক্রমে সবগুলো মহকুমায় ছাত্রদের মধ্যে তা বিতরণ করা হবে।